Rural Micro Enterprise Transformation Project (RMTP)

নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধ পণ্যের বাজার উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

ইন্টারভেনশান-০৫ ফ্যাসিলিটেশন গাইডলাইন

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণীপালন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও উৎপাদিত প্রাণী সারা বছর অভিন্ন দামে প্রিমিয়াম/জাতীয় বাজারে বিক্রয়

সূচিপত্র

গাড়ল পালন প্রদর্শনী ৩

কালেকশান পয়েন্ট/প্রাণীর হাট উন্নয়ন ৫

ট্রাকে দ্বিতল বিশিষ্ট তাক তৈরিতে সহায়তা ৬

মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট উন্নয়ন ৭

অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ৮

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং উন্নয়ন ৮

সনদায়ন ৯

সেলস প্রমোটর নিয়োগ ৯

কুলিংভ্যান সার্ভিস উন্নয়ন ৯

স্লটার হাউস ও বুচারশপ উন্নয়ন ১০

বুচারশপ যান্ত্রিকীকরণ ১১

জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা/পলিসি ডায়লগ ১২

গাড়ল পালন প্রদর্শনী

প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় বাংলাদেশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাংসের চাহিদা ছিল ৭২.৯৭ লাখ মেট্রিক টন, ঐবছর মাংস উৎপাদন হয় ৭৬.৭৪ লাখ মেট্রিকটন। বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও দেশে অবাধে গরু ও মহিষের মাংস আমদানী করা হচ্ছে। আমদানীকারকরা ভারতীয় গরুর হিমায়িত মাংস প্রতি কেজি ১৮০ টাকা দরে কিনে ৫০০ টাকা দরে বিক্রয় করছে। আমদানীকৃত মাংসের দাম কম হওয়ায় ভোক্তার নিকট এটি বেশ পছন্দের। এভাবে মাংস আমদানী করতে থাকলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ধসের আশংকা রয়েছে। দেশে মাংস উৎপাদন খরচ বেশি, দুধ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জাতের গরু থাকলেও মাংস উৎপাদনের জন্য এজাতীয় ব্রিড নেই। সরকার মাংস উৎপাদনকারী ব্রাহমা ব্রিডের আমদানী ও কৃত্রিম প্রজনন বন্ধ করে দিয়েছে। পূর্ণ বয়স্ক দেশী ভেড়া/ছাগল ও এঁড়ে গরুর ওজন যথাক্রমে ১৫-২০ কেজি ও ১৫০-২০০ কেজি, অর্থাৎ একই পরিচর্যায় একই সময়ে উন্নত জাতের ভেড়া/ছাগল ৬০-১২০ কেজি ও এঁড়ে গরু ৫০০-৮০০ কেজি ওজন হয়। খামারী পর্যায়ে প্রতি কেজি মাংস উৎপাদন খরচ কমাতে হলে দেশে ব্রাহমা গরু, ডরপার ভেড়া, ব্ল্যাক বেঙ্গলের পাশাপাশি বোয়ার জাতের ছাগল ও নাগপূরী ভেড়া/গাড়ল পালন জরুরী। এর প্রথম প্রয়াস হিসেবে উপ-প্রকল্প থেকে নাগপূরী ভেড়া/গাড়ল পালনের/প্রদর্শনীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশুদ্ধজাতের পূর্ণবয়স্ক গাড়লে ওজন ৬০-৮০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমাদের দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু গাড়ল পালনের জন্য উপযোগী।

উদ্দেশ্য: গাড়লের ক্লাস্টার উন্নয়নের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খামারি পর্যায়ে প্রতি কেজি মাংসের উৎপাদন খরচ কমিয়ে এটিকে লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তর।

প্রত্যাশিত ফলাফল: এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিন বছরে উপ-প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি সংস্থার আওতায় কমপক্ষে ৪০০০ গাড়ল খামারি/উদ্যোক্তা উন্নয়ন হবে। প্রতিজন খামারির বাড়িতে কমপক্ষে ১০টি গাড়ল থাকবে।

বাস্তবায়ন কৌশল: উপযোগী একটি ক্লাস্টার নির্বাচনপূর্বক খামারীদের গাড়ল পালনে উদ্বুদ্ধ করা হবে। একই পাড়ায় পাশাপশি ১০টি খামারি নির্বাচনপূর্বক গাড়ল প্রদান করা যেতে পারে। বিশুদ্ধ জাতের গাড়ল প্রদানে তৎপর থাকা হবে, প্রয়োজনে বেঙ্গল মিট বা এ জাতীয় কোম্পানী যারা নিজ উদ্যোগে গাড়ল পালন গাড়ল পালন করছে এমন ফার্ম থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে। এখানে খামারির ৫০ শতাংশ আর্থিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সদস্য ও অসদস্যদের মাঝে বিশুদ্ধ জাত সম্প্রসারণে গাড়ল নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ভেটেরিনারি প্রাকটিশনারের সহায়তা নেয়া হবে। কর্মএলাকায় সংকর/অবিশুদ্ধ জাতের গাড়ল সম্প্রসারণ থেকে বিরত থাকা। বিশুদ্ধ জাতের গাড়ল সম্পসারণ করতে না পারলে খামারী পর্যায়ে মাংসের উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব হবে না। একটি পাঠা দিয়ে মোটামুটি ৩০-৪০টি গাড়লের প্রজনন প্রজনন করা যায়, এ অনুপাতে ক্লাস্টারে প্রজনন কাজে পাঠা রাখা হবে। ক্লাস্টারের আকার বাড়তে থাকলে বাক সার্ভিস সেন্টার করা হবে। এ বিষয়ে ব্র্যাক কৃত্রিম প্রজনন উদ্যোগের সাথে এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে গাড়লে কৃত্রিম প্রজনন উন্নয়নে কাজ করা হবে। গাড়লের ক্লাস্টার রয়েছে এমন এলাকায় প্রদর্শনী দেয়া যাবে না। বাঁশ/প্লস্টিকে মাচায় গাড়ল পালন করতে হবে। দেশের অনেক খামারি এখন প্লাস্টিকে মাচা/ফ্লোর মেট ব্যবহার করছে, এটি স্থানান্তরযোগ্য, খরচ কম ও বেশ টেকসই। উপ-প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর (ইন্টারভেনশন-০৫) তার কর্মএলাকায় সদস্য ও অসদ্যদের মাচা

পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালন নিশ্চিত করবেন। এটি নিশ্চিত করা গেলে রোগ বালায়ের প্রাদুর্ভাব ৫০ শতাংশ আপনা আপনিই কমে আসবে।

খামারি নির্বাচনঃ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, শিক্ষিত পুরুষ/নারী, বয়সে তরুন, ভেড়া লালন পালনে জড়িত অথবা ১/২টি গাড়ল পালন করছে এমন, আধুনিক খামার নির্মানসহ এখাতে বিনিয়োগে আগ্রহী, মূল রাস্তা থেকে খামারে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো, প্রদর্শনীটি অন্যকে দেখাতে ইচ্ছুক ইত্যাদি।

লাইভস্টক সার্ভিসঃ গাড়লের খামারিকে সার্ভিস গ্রহণে এলএসপি/প্রাইভেট ভেটেরিনারিয়ানদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দিতে হবে। সূচি অনুযায়ী কৃমিনাশক ও টিকা দিতে হবে।

গাড়ল বিক্রয়ঃ বিক্রয়ে ব্যাপারী, প্রক্রিয়াজাত কারখানা, প্রাতিষ্ঠানিক বায়ার ইত্যাদির সাথে সংযোগ করা হবে।

বাজেটঃ ১০টি প্রদর্শনী উন্নয়ন করা হবে, এখানে খামারির ৫০ শতাংশের বেশি আর্থিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে লালপালনে তার আগ্রহ বাড়বে। উপ-প্রকল্প থেকে ৫টি ও খামরি ৫টি, একটি খামারে মোট ১০টি গাড়ল থাকলে ক্লাস্টার সম্প্রসারণ খুব দ্রুত সময়ে করা সম্ভব। প্রতিজন খামারিকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হবে।

কালেকশান পয়েন্ট/প্রাণীর হাট উন্নয়ন

উপ-প্রকল্পের অনেক এলাকায় স্থানীয়ভাবে গবাদিপ্রাণী বিক্রয়ের হাট নেই। প্রাণী ক্রয়-বিক্রয়ে হাট একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, দেশের বড় বড় প্রাণীর হাট ক্লাস্টারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আবার কোথাও গবাদিপ্রাণীর বড় ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে কিন্ত হাট উন্নয়ন হয় নি এমনটিও দেখা যায়, ঐসব এলাকার খামারিদের গরু ক্রয় বিক্রয়ের জন্যে দূরবর্তী স্থানে যেতে হয়, এতে খরচ যেমন বেশি পরে তেমনি প্রাণী পরিবহনে প্রায়শই দূর্ঘটনায় পরতে হয়। হাট দূরবর্তী স্থানে হওয়ায় প্রাণী বিক্রয় না হলে ফেরত নিয়ে আসতে হয় ফলে খামারির প্রায় ১-২ হাজার টাকা খরচ হয়, আবার ফেরত অনার ভয়ে অনেকে কমদামে প্রাণী বিক্রয় করে। প্রান্তিক পর্যায়ে হাটের সুবিধা না থাকায় অনেক খামারি বাড়ি থেকে ব্যাপারী বা দালালে নিকট তুলনামূলক কম দামে প্রাণী বিক্রয় করে। এ সমস্যা সমাধানে স্থানীয় পর্যায়ে স্টেট-ননস্টেট এক্টর ও দালাল/ব্যাপারীদের সমন্বয়ে **কালেকশান পয়েন্ট**[১] বা হাট উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। কর্মএলাকায় কিছু ফর্মাল হাট রয়েছে, যেটি প্রাণী বিক্রয়ের জন্য শুধুমাত্র কোরবানি ঈদের আগে বসে, অথবা হাট রয়েছে কিন্ত প্রাণী বিক্রয়ের অপসন নেই। এমন হাটের কমিটির সাথে কথা বলে কর্মকাণ্ড গ্রহণপূর্বক বায়ার/ব্যাপারী সংযোগের মাধ্যমে প্রাণীর হাট চালু করা যেতে পারে। এ ধরনের অপসন না থাকলে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাণীর হাট/কালেকশান পয়েন্ট উন্নয়ন করা যেতে পারে। উপ-প্রকল্প থেকে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বায়ার সংযোগ করতে পারলে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাণীর হাট/কালেকশান পয়েন্ট প্রকল্প মেয়াদেই প্রাতিষ্ঠানিক রুপ নিবে। হাটে সিকিউরিটি, হোটেল, ব্যাংকিং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস উন্নয়ন করলে ব্যাপারীরা নিরাপদে এসে প্রাণী ক্রয় করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে। প্রাণী বিক্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত থাকলেই ক্লাস্টারে খামারি ও প্রাণির সংখ্যা আপনাআপনি বাড়বে।

উদ্দেশ্য: প্রতিযোগীতামূলক দামে অধিক প্রাণী বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্লাস্টারে খামারী ও প্রাণীর সংখ্যার বৃদ্ধি।

প্রত্যাশিত ফলাফল: প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক বায়ার সংযোগ ঘটবে ফলে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ৫০০ প্রাণী বিক্রয় হবে।

স্থান নির্বাচন: চলমান হাট যেখানে শুধু ঈদের সময় প্রাণী বিক্রয় হয় অথবা হাট রয়েছে কোন প্রাণী বিক্রয় হয় না। এ রকম না পাওয়া গেলে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাণীর হাট বা কালেকশান পয়েন্ট উন্নয়নে ট্রাক স্থাপন করা যায় ও গ্রামবাসী সহজে আসতে পারেন/মিলিত হতে পারেন এমন স্থান নির্বাচন করা যাবে। প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক হাটে প্রয়োজনে ব্যাপারীদের রাত্রি যাপনের জন্য হোটেল সার্ভিস উন্নয়ন করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাণী রাখার জন্যেও **'প্রাণী হোটেল'** সার্ভিস উন্নয়ন করা যেতে পারে যেখানে প্রাণীর রাত্রিযাপন/থাকা, ঘাস, রেডিফিড, পানি ও অন্যান্য সুবিধাদি/সার্ভিসের ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে দেশের অনেক হাটে এ ধরণের প্রাণীর হোটেল সার্ভিস সীমিত পরিসরে রয়েছে।

[১] মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, গাড়ল ও দুম্বা বিক্রয়ে কালেকশান পয়েন্ট উন্নয়ন (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা সংযোগপূর্বক, লজিস্টিক সহায়তা)

ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন: প্রাণী বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক হাট[২] উন্নয়নে কাজ করলে কোন কমিটি গঠন দরকার নেই কারণ সেখানে কমিটি রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক হাট/কালেকশান পয়েন্ট উন্নয়ন করলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উন্নয়ন করতে হবে।

ট্রাকে দ্বিতল বিশিষ্ট তাক তৈরিতে সহায়তা[৩]: দূরবর্তী স্থানে ছাগল, ভেড়া ও গাড়ল পরিবহণে দুই স্তর বিশিষ্ট সেলফ বা তাক থাকলে পরিবহনে কার্য দক্ষতা বাড়ে, বেশি সংখ্যক প্রাণী একসাথে পরিবহণ করা যায়, প্রতিটি প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা দেয়া যায়, প্রাণীর নিরাপদ পরিবহণ নিশ্চিত করা, প্রাণী পরিবহণে ধকল কমানো যায় ও পরিবহণ খরচ কম হয়। এর মাধ্যমে ব্যাপারী ও খামারি উভয়ই লাভবান হয়। প্রতিটি ছাগলে পরিবহণ খরচ বাবদ ২০০ টাকা কম হলে ব্যাপারী প্রাণী ক্রয়ে খামারীকে অতিরিক্ত এই পরিমাণ টাকা দিতে পারবেন। প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নীত কালেকশান পয়েন্টের সাথে যুক্ত আছে এমন ট্রাকে এ ধরনের লজিস্টিক সহায়তা দেয়া যেতে পারে। আগ্রহী ট্রাক মালিকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে যে কোন ওয়ার্কশপ হতে এটি তৈরি ও হ্যান্ড অভার করা হবে।

বাজেট: কালেকশান পয়েন্টের ক্ষেত্রে, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রাণীর হাট উন্নয়নে লজিস্টিক খাতে এ বাজেট ব্যবহার করা যাবে। যেমন ওজন স্কেল ক্রয়, প্রাণীর গর্ভ পরীক্ষায় ডায়াগনসিস সুবিধা, ট্রাভিস, ট্রাকে ওঠার জন্য ভুমি উঁচুকরণ/উপযুক্ত সিড়ি স্থাপন ইত্যাদি। **তাক তৈরির ক্ষেত্রে,** ওয়ার্কশপে সরাসরি অথবা ট্রাকের মালিককে যতটুকু খরচ হয়েছে ঠিক ততটুকু পরিমাণ টাকা যাচাই বাছাই শেষে দেয়া যাবে।

[২] সরকার কর্তৃক ইজারা দেয়া হয় এমন হাটকে ফর্মাল বা প্রাতিষ্ঠানিক হাট বলে।

[৩] ছাগল, ভেড়া, গাড়ল পরিবহনে ট্রাকে দ্বিতল বিশিষ্ট তাক তৈরি/সেলফ তৈরিতে লজিস্টিক সহায়তা।

মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট উন্নয়ন[৪]

দেশ বিদেশে ক্রমেই হিমায়িত মাংসের চাহিদা বাড়ছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, কর্মব্যস্ততা, একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি, আর্থিক সচ্ছলতা, খাবারের স্বাদে বৈচিত্র্য আসা, নিরাপদ মাংস ক্রয়ের সুযোগ ইত্যাদি কারণে হিমায়িত মাংসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। মাংস বিক্রয়ের জন্য বাজারে জাবাইকরা প্রাণী[৫] কখনও পরীক্ষা করা হয় না, এ ধরণের পদ্ধতি বা নিরাপদ মাংস বিষয়ে কসাইদের ধারণা/জ্ঞান কম। অনেক সময় অজান্তেই বাজারে রোগাক্রান্ত গরু জবাই করা হয়। আবার সকল কসাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয়। ফলে মাংস ও কসাই থেকে ভোক্তার মাঝে সংক্রামক রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। দেশের ৯৫ শতাংশ বাজারে প্রাণী জবাইয়ের নির্দিষ্ট স্থান/জবাইখানা ও বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা নেই। যত্রতত্র প্রাণী জবাই ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় পরিবেশ দূষণ বাড়ছে।

হিমায়িত মাংস শতভাগ নিরাপদ (জবাইয়ের আগে অ্যানথ্র্যাক্স, টিবি ও অন্যান্য টেষ্ট করা হয় এবং ভেটেরিনারি ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করা হয়) এবং হালাল, এজন্য একশ্রেণীর ভোক্তার মাঝে এর বেশ কদর সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ক্রমান্বয়ে দেশে হিমায়িত মাংসের বাজার বাড়ছে। দেশের সুপারশপে আমদানীকৃত গরু/মহিষের মাংস ৫০০-৫৫০ টাকা কেজিতে বিক্রয় হয়। ভোক্তাদের সাশ্রয়ী মূল্যে দেশের হিমায়িত মাংস সরবরাহ করা হলে মাংস আমদানি ক্রমান্বয়ে কমে আসবে। এজন্য প্রয়োজন মাংস উৎপাদনকারী জাতের গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এবং ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন। দেশের অনেক প্রাতিষ্ঠানিক কোম্পানী রয়েছে যারা দূরবর্তী স্থান থেকে প্রাণী ক্রয় করে কারখানায় জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ করে। পরিবহণজনিত ধকলে প্রাণীর ১০-১৫ শতাংশ ওজন হ্রাস পায় অর্থাৎ মেহেরপূর হতে চট্টগ্রামে ছাগল পরিবহণ করা হলে প্রতিটি ছাগলের ২ কেজি মাংস কম হয়। এজন্য প্রতি ছাগল ক্রয়ে ১২০০-১৫০০ টাকা লস ধরেই প্রক্রিয়াজাতকারীরা হিসেব করেন। প্রাণীর পরিবহণজনিত ওজন লস দুরত্বের উপর নির্ভরশীল, দুরত্ব বেশী হলে ওজন লস বেশি হয়। প্রাণীর পরিবহণজনিত ওজন লস কমিয়ে খামারিদের উপযুক্ত দাম নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ দূষণ রোধ, জুনোটিক রোগের প্রাদূর্ভাব হ্রাস এবং সর্বোপরি ভোক্তার নিকট সাশ্রয়ী দামে নিরাপদ মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উপ-প্রকল্প থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি আরো চাঙ্গা হবে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

উদ্দেশ্য: আঞ্চলিক পর্যায়ে মাংসপ্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট উন্নয়নপূর্বক সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ মাংস উৎপাদন ও বিক্রয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি।

প্রত্যাশিত ফলাফল: প্রতিটি মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট কমপক্ষে ৫০০ খামারির সাথে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং উন্নয়ন হবে ফলে গ্লোবাল গ্যাপ ইনডিকেটরসমূহ অনুসরণ করে প্রাণী পালনের হার বাড়বে।

উদ্যোক্তা নির্বাচন: শিক্ষিত, তরুন, এ খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে কাজ করতে আগ্রহী, এ ধরনের উদ্যোগ অন্যকে প্রদর্শনের সুযোগ দিবে এমন ব্যক্তিকে উদ্যোক্তা

[৪] মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট উন্নয়ন (নতুন, কনসালটেশান ফি, অবকাঠামো উন্নয়ন, মেশিন ক্রয়, মেশিন স্থাপন এবং মোড়ক ও ব্র্যান্ড উন্নয়নে অনুদান)
[৫] প্রাণী বলতে এখানে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া বুঝানো হয়েছে।

হিসেবে নির্বাচন করা যাবে। ৫০০ খামারির সাথে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ যুক্ত হতে আগ্রহী এমন ক্ষুদ্র কোম্পানী ও সংস্থাকে এ ধরণের উদ্যোগে অনুদান দেয়া যাবে।

ফ্যাসিলিটেশন প্রক্রিয়া: উদ্যোক্তা নির্বাচনপূর্বক মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় তার এক্সপোজার ভিজিট করানো হবে। কনসালটেন্ট নির্বাচনপূর্বক একটি প্রস্তাবনা তৈরি। প্রস্তাবনাটি পিকেএসএফ-এর কনসার্ন অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত হলে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে। প্ল্যান্টটি বাস্তবায়নাধীনকালে উপ-প্রকল্পের উক্ত খাতের বরাদ্দ হতে অর্ধেক অনুদান ও বাস্তবায়ন শেষ হলে বাকি অংশ প্রদান করা যাবে। অবশ্যই কারখানার বিজনেস মডেল উন্নয়ন করা হবে।

অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর[৬]: ডেইরি ও মাংস খাত সম্পর্কিত কোন উদ্যোক্তা নতুন প্রযুক্তি বা উদ্যোগ গ্রহণ করতে চাইলে উপ-প্রকল্প থেকে উদ্যোগ/প্রযুক্তি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ জাতীয় সফর আয়োজন করা হবে। আগ্রহী উদ্যোক্তা যিনি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করতে চায় তাকে এ ধরনের প্ল্যান্ট সম্পর্কে বিষদভাবে জানানোর জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করা যাবে। এ ধরনের সফরে সংশ্লিষ্ট স্টাফ উদ্যোক্তাকে সহায়তা করতে পারবেন। এ ধরনের সফর একজন উদ্যোক্তা নিয়েও করা যাবে, এক্ষেত্রে আন্তঃজেলা বাস যোগে যাবেন। সে ক্ষেত্রে যাতায়াত ও পারডিয়েম বাবদ উদ্যোক্তাকে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা প্রদান করা যাবে। উপ-প্রকল্পের স্টাফ বিল ক্লেইম করা সাপেক্ষে যাতায়াত ভাতা পাবেন। দইয়ের কালচার উন্নয়ন, মাংস ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন, গাড়ল পালন প্রদর্শনী, পনির উৎপাদন, ভেটেরিনারি ডায়াগনস্টিক ল্যাব ইত্যাদি প্রযুক্তি/উদ্যোগ স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর করা যেতে পারে। সফরের পর উপ-প্রকল্প এলাকায় অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি স্থানান্তর বা উদ্যোগ উন্নয়ন করতে হবে।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং উন্নয়ন[৭]: প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট অথবা প্রাতিষ্ঠানিক বায়ারদের নিকট নিশ্চিত গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগল বিক্রয়ে চুক্তি ভিত্তিক লালন-পালন প্রক্রিয়াকে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং বলে। বেঙ্গল মিটসহ দেশের অনেক মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী কোম্পানী কন্ট্রার্ক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে খামারীদের নিকট থেকে লাইভ এনিমেল ক্রয় করে থাকে। চুক্তি ভিত্তিক প্রাণী লালনপালনে বায়ারদের স্বার্থ বিবেচনা করে নিরাপদ উপায়ে প্রাণী পালন করতে হয়। অনেক বায়ার রয়েছে যারা গ্লোবাল গ্যাপের গুরুত্বপূর্ণ ইনডিকেটরসমূহ অনুসরণপূর্বক প্রাণীপালন করতে খামারীদের নির্দেশ/পরামর্শ দিয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেক প্রক্রিয়াজাতকারী নিরাপদ মাংস তার ভোক্তার নিকট সরবরাহ করতে চায়। বায়ার/কোম্পানীর প্রতিনিধি উপ-প্রকল্পের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং উন্নয়ন ও এর শর্তাবলী, নতুন খামারী ভর্তি, গ্লোবালগ্যাপ অনুসরণে প্রাণী পালন, প্রাণী স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিক্রয়, পেমেন্ট ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত একটি মডিউল উন্নয়ন করবেন। উক্ত মডিউল অনুসরণে বায়ার নিজে বা এর এজেন্টের মাধ্যমে খামারীদের প্রশিক্ষণ দিবেন। এ সময় বায়ার উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত গ্লোবাল গ্যাপ ও হ্যাসাপ মাস্টার ট্রেইনারের সহায়তা নিতে পারেন।

পণ্যের ধরণ: প্রথম পর্যায়ে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার মাংস। পরবর্তী ধাপে মুরগি, হাঁস, কবুতর, কোয়েল, তিতির, টার্কি ইত্যাদি মাংস পাওয়া যাবে।

---

[৬] অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর (দুধ ও মাংস উপ-খাতে নতুন প্রযুক্তি স্থানান্তরের লক্ষ্যে; যাতায়াত, আপ্যায়ন ও অন্যান্য বাবদ) ।

[৭] কন্ট্রাক্ট ফার্মিং উন্নয়নে প্রশিক্ষণ (৩ ঘন্টা; প্রতি ব্যাচে ২০ জন, নাস্তা প্রতিজন ২৫ টাকা, প্রশিক্ষক ৪০০০ টাকা, লজিস্টিক ও অন্যান্য ৫০০ টাকা) ।

সনদায়ন[৮]: প্রিমিয়াম বাজারে হিমায়িত মাংস বিক্রয়ের জন্য সনদায়ন জরুরী। প্যাকেটজাত হিমায়িত মাংসের জন্য বিএসটিআই অবশ্যই করতে হবে। ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে হালাল সনদ গ্রহণ করা হবে। হ্যাসাপ বিষয়ে এসজিএস, গ্রিনসার্টসহ ১৮টি প্রতিষ্ঠান সনদ প্রদান করে থাকে। যে কোন তিনটি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোটেশান নিয়ে সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে সনদায়নের কার্যক্রম শুরু করা যাবে।

মাংস বিক্রয়ের প্রক্রিয়া: ব্র্যান্ড কোম্পানী/সুপারশপের সাথে সাব-কন্ট্রাক্টিং, ডিলার নিয়োগ/কমিশনিং সেলস এজেন্ট উন্নয়ন, ফিজিক্যাল সেলিং, সেলস প্রোমোটর নিয়োগ, অনলাইন মার্কেটিং (ই-কমার্স ও এফ-কমার্স), ই-বিজ্ঞাপন ও ভিডিও ট্রিজার ই/এফ-কমার্সে পোস্টিং ও বুস্টিং।

সেলস প্রমোটর নিয়োগ[৯]: কমিশন এজেন্ট উন্নয়নের লক্ষ্যে এধরনের সেলস প্রমোটর নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার উদ্যোক্তা হিমায়িত মাংসের বিক্রয় বৃদ্ধিতে সেলস প্রমোটর নিয়োগ দিবেন। তিনি বিক্রয়ের উপর ১-৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পেতে পারেন। এ ধরণের কাজে যুক্ত আছেন, শিক্ষিত, বয়সে তরুন, এ কাজে আগ্রহী নারী/পুরুষকে সেলস প্রমোটর হিসেবে কারখানা নিয়োগ দিতে পারেন। অর্থবছরের যেকোন দুই প্রান্তিকে মাসিক মোট কমিশনের অর্ধেক অথবা ১০ হাজার টাকা (যেটি কম) উপযুক্ত বিল দাখিল সাপেক্ষে উদ্যোক্তাকে দেয়া হবে। দ্বিতীয় বছর মোট কমিশনের ২৫ শতাংশ বা ১০ হাজার (যেটি কম) টাকা উদ্যোক্তার সাথে সেয়ার করা হবে।

কুলিংভ্যান সার্ভিস উন্নয়ন[১০]: প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে অনেক বিনিয়োগ করতে হয়। কারখানা থেকে হিমায়িত মাংস আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবহনের জন্য কুলিং ভ্যান প্রয়োজন, এমতাবস্থায় এ ধরণের ভ্যান ক্রয় করার চেয়ে এ ধরণের সার্ভিস ক্রয় করাই কারখানার জন্য শ্রেয়। দেশে অনেক কোম্পানী ভোক্তার নিকট পণ্য পৌঁছে দিতে পরিবহন সার্ভিসের সাথে পার্টনারশীপ করে। যিনি পণ্য পরিবহন/ভোগ্য পণ্য পরিবহনের সাথে যুক্ত এমন উদ্যোক্তাকে কুলিংভ্যান সার্ভিস প্রভাইডার হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে। কুলিংভ্যান সার্ভিস অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিমায়িত পণ্য পরিবহনেও সার্ভিস বিক্রয় করতে পারেন। অগ্রসর ঋণের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হবে। আন্তঃজেলার মধ্যে কুলিং ভ্যান সার্ভিস উন্নয়ন হলে মাংস বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়বে।

[৮] প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্য ও নতুন পণ্য প্রচলনে সনদায়ন (বিএসটিআই, হালাল, হ্যাসাপ ইত্যাদি)
[৯] মাংস বিক্রয়ে সেলস প্রোমোটর নিয়োগ (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা সংযোগের লক্ষ্যে, বছরে যেকোন ২ প্রান্তিকে)।
[১০] হিমায়িত মাংস পরিবহণে কুলিং ভ্যান ক্রয়ে অনুদান (এ বিষয়ে সার্ভিস প্রভাইডার উন্নয়ন, ১০ লক্ষ টাকা ঋণের সার্ভিস চার্জ)

স্লটার হাউস ও বুচারশপ উন্নয়ন[১১]

স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের অধীনে প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভায় একাধিক ছোট বড় **কিচেন মার্কেট**[১২] রয়েছে, হাটের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত জবাইখানা নির্মানে তারা কাজ করে। তবে কর্মএলাকায় অনুমোদিত এ ধরনের জবাইখানা দেখা যায় নি। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কিচেন মার্কেটে প্রাণীজবাই ও মাংস বিক্রয় একই স্থানে করা হয়। অনেকে বাজারের ড্রেন বা নালার পার্শ্বে, রাস্তার পার্শ্বে ভোর হওয়ার আগেই প্রাণী জবাই করে থাকে। উক্ত বাজারসমূহে বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত দূর্বল। যেখানে সেখানে পশুজবাই করা রক্ত ও বর্জ্যের দূর্গন্ধে মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষিত হয়। এতে সাধারণ মানুষ নানা ধরণের সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। জবাইয়ের আগে অবশ্যই ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা প্রাণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার কথা থাকলেও তা করা হয় না। অসুস্থ্য প্রাণী জবাই হলে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ/কসাই ও যারা এ মাংস খাবেন, তাঁদের স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকবে অর্থাৎ তড়কা, মরনব্যাধী জলাতঙ্কসহ নানা ধরনের রোগ হতে পারে। এ বিষয়ে প্রাণীসম্পদ বিভাগে 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৬ নং আইন)'-এর আওতায় স্বাস্থ্যসম্মত জবাইখানায় প্রাণী জবাইয়ের কথা বলা আছে। এর ব্যতিক্রম হলে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। উপজেলা/জেলা প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার একযোগে কাজ করলে এই আইনটি কার্যকর করা যাবে। পরিবেশ দূষণ রোধ ও সংক্রামক রোগের প্রার্দুভাব হ্রাস করে ভোক্তাদের মাঝে নিরাপদ মাংস সরবরাহের লক্ষ্যে ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে স্বল্প ব্যয়ে জবাইখানা ও বুচারশপ উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে জবাইখানা নির্মান কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, এলডিডিপি কর্তৃক জবাইখানা নির্মান করা হবে বা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে এমন স্থানে উপ-প্রকল্প থেকে কসাইখানা নির্মান করা হবে না।

উদ্দেশ্য: এই উপ-খাতে বাজেটের দুটি অংশ রয়েছে- এ বাজেট থেকে একটি জবাইখানা ও একটি আধুনিক বুচার শপ/কসাইয়ের দোকান উন্নয়ন করা হবে-

ক. **আধুনিক স্লটার হাউস বা আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ:** স্থানীয় বাজারে পরিবেশ দূষণ রোধ ও সংক্রামক রোগের প্রার্দুভাব হ্রাস করে ভোক্তাদের মাঝে নিরাপদ মাংস সরবরাহ।

খ. **বুচারশপ/কসাইয়ের দোকান উন্নয়ন:** পরিচ্ছন্ন, ধুলাবালি মুক্ত, বিভিন্ন গ্রেড ও কাটের নিরাপদ মাংস ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহের লক্ষ্যে বুচারশপ উন্নয়ন করা হবে। এটি জবাইখানা থেকে দূরবর্তী স্থানে হবে, এখানে শুধুমাত্র মাংস বিক্রয় করা হবে। খামারিদের সাথে কসাইয়ের সংযোগ থাকবে অর্থাৎ মৌখিক/লিখিত চুক্তির ভিত্তিতে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে লালনপালনকৃত প্রাণীর মাংসই এখানে বিক্রয় হবে। এখানে কসাই ছুরি, ছুরি ধার করার যন্ত্র, মাংসের স্লাইসার, প্রক্রিয়াকরণ মেশিন, স্কেল, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার, টেবিল, কাউন্টার, প্রতিরক্ষামূলক গ্লাভস, ট্রে, প্লাস্টিকের মোড়ক ইত্যাদি থাকবে। এখানে ফ্রেস মাংস চার ডিগ্রি তাপমাত্রায় কাঁচের ঘরে/শোকেসে রাখা হবে। দিন শেষে অবিক্রিত মাংস ব্লাস্ট ফ্রিজিং/ডিপ ফ্রিজিং করা হবে। এবং এই হিমায়িত মাংস হোটেল, ডিলার, দোকান, সুপারশপ ইত্যাদি স্থানে বিক্রয় করা হবে। এজন্য ইউনিয়ন হতে জেলা/সুপারশপ পর্যন্ত পরিবহণ সার্ভিস উন্নয়নে ক্রমান্বয়ে কাজ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বুচারশপে দীর্ঘ সময়

[১১] স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে আধুনিক স্লটার হাউস ও বুচারশপ উন্নয়ন (কন্ট্রাক্ট ফার্মিং সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ও বর্জ্যব্যবস্থার উন্নয়নে)

[১২] গ্রাম ও শহরে যে স্থানে মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদি পাওয়া যায়/বিক্রয় হয় তাকে Kitchen Market বলে।

উন্মুক্ত অবস্থায় মাংস ঝুলিয়ে রাখা হয় ফলে মাংস ধুলা, বালি ও মাছি ইত্যাদি দ্বারা কলুষিত এবং মাংসের সংরক্ষণ কাল (Shelf life) কমে যায়।

প্রত্যাশিত ফলাফল: কন্ট্রাক্ট ফার্মিং চুক্তির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খামারীর লালন-পালনকৃত প্রাণী সরবরাহ করা হবে ফলে খামারিরা প্রতিযোগীতামূলক দামে এলাকায় বিক্রয় করতে পারবেন।

বুচারশপ যান্ত্রিকীকরণ[১৩]: যে বাজার/কিচেন মার্কেটে জাবাইখানা ও কসাইয়ের দোকান উন্নয়ন করা হবে ঐ বাজারের বাকি কসাইদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহযোগীতা করা হবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া: স্থানীয় সরকার ও জেলা প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সাথে আলোচনাপূর্বক এ ধরণের স্বল্প খরচে এ ধরনের মডেল জবাই খানা ও কসাইয়ের দোকান উন্নয়ন করা হবে। এ বিষয়ক প্রস্তাবনা পিকেএসএফ-এর কনসার্ন অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত হলেই কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হবে।

[১৩] বুচারশপ যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকায়ন বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কসাইদের যন্ত্র/মেশিন ক্রয়ে অনুদান (ফুড সেফটি উন্নয়নে)

জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা/পলিসি ডায়লগ

বাংলাদেশে মাংস উৎপাদনকারী জাতের প্রচলন, মাংস আমদানি বন্ধ, বাংলা গ্যাপ চালু এবং OIE[14] সনদ প্রাপ্তি' শীর্ষক জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা প্রথম আলো গোলটেবিলে করা হবে। মাংস উৎপাদনকারী জাতের প্রচলন ও মাংস আমদানি বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। এ ইস্যুসমূহ সরকারের নজরে আনা গেলে দেশে এ জাতীয় পলিসির উন্নয়ন ঘটবে ফলে খামারিরা উপকৃত হবে।

এ ধরণের অনুষ্ঠানের পূর্বে একজন ভূতপূর্ব কনসালটেন্টের মাধ্যমে মাঠ ও দেশের বিভিন্ন পলিসি পর্যালোচনাপূর্বক একটি Key Note তৈরি করবেন যা তিনি উক্ত সভায় উপস্থাপন করবেন। উক্ত কি-নোট উপস্থাপনের পর মন্ত্রনালয়, বিভিএসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডার তাদের মতামতের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে নিউজ কাভারেজ তৈরি হলেই এজেন্ডা তৈরির কাজ সম্পন্ন হবে। এজেন্ডা সেটিং এর আলোকে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ কর্মকাণ্ডটি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক পিকেএসএফ-এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আয়োজন করবেন।

[14] The World Organisation for Animal Health, formerly the Office International des Epizooties (OIE) is an intergovernmental organization coordinating, supporting and promoting animal disease control.